গ্যারাজ সেল

ফারুক কাদের

গ্যারাজ সেল ব্যাপারটি কিভাবে দেখা যেতে পারে! এটা বক্সিংডে সেল, স্টকটেক সেল বা ক্লিয়ারেনস সেলের মত কূলিন গোছের নয়। গ্যারাজ সেলের জন্য আপনাকে কস্ট করে মলে যেতে হবেনা বা বক্সিংডে সেলের জন্য ধস্তাধস্তি করে লাইন দিতে হবেনা। আপনার বাড়ীর আশে পাশে হয়তোবা আপনার প্রতিবেশি তার গ্যারাজ খুলে তার পুরোনো বা অব্যবহারযোগ্য জিনিপত্র নিয়ে বসে আছে। বসে আছে বলা হয়তো ঠিক হবেনা; ফাঁকে ফাঁকে সংসারের কাজও চলছো। বাড়ীর শিশু পুত্র বা কন্যাটি হয়তো সেলের ব্যাপারটি আনন্দের সাথে দেখা শুনা করছে। আপনার কৌতুহল থাকলে প্রাতঃভ্রমনের ফাঁকে একটু ঢূ মেরে যেতে পারেন। আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য নামকা ওয়াস্তে মূল্যে মিলেও যেতে পারে।

বক্সিংডে সেল, স্টকটেক সেল বা ক্লিয়ারেনস সেল কোনটিতে আমার আগ্রহ নেই। তবে গ্যারাজ সেল আমার প্রাতঃভ্রমনের পথে পড়লে আমি ঢুকে পড়ি। কাজের জিনিস পেলে কিনে নিয়ে আসি। বছর খানেক হল চাকুরীর জন্য সিডনী ছেড়ে ব্রিজবেন এসেছি; দারাপরিবার রয়ে গেছে সিডনীতে। আমি ব্রিজবেনের নিউ ফার্ম এলাকায় থিতু হলাম। ব্রিজবেনে আমার ম্যারেড ব্যাচেলর জীবনটি গুছিয়ে নেবার জন্য গ্যারাজ সেলের শরনাপন্ন হতে হল। সকালে প্রাতঃভ্রমনের পথে পথে প্রায়ই গ্যারাজ সেলের দেখা পাই, অভ্যাসবশতঃ ঢুকে ও পড়ি।

সেদিন প্রাতঃভ্রমনের শুরুতে দেখলুম রাস্তার ওপাড়ে এক বাড়ীতে মুভ আউট গ্যারাজ সেল; এক মহিলা সেল দেখাশোনা করছিল। ওকে চিনতে পারলাম; রাস্তায় মাঝে মাঝে দেখা হোত; হা ই হেলো বলেছি। নাম ধরা যাক শেরী। বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম, তারপর একটি ছোট টেবিল ফ্যান ও কড়াইর ঢাকনী কিনলাম। কৌতূহল বশতঃ শেরীকে জিগ্যেশ করলাম,
কোথায় মুভ করছ?
ওয়েষ্টার্ণ অস্ট্রলিয়া।
বিরাট পরিবর্তন মনে হচ্ছে! নিউ ফার্মের মত এত সুন্দর এলাকা ছেড়ে যাচ্ছ!
আমার ব্রিজবেনের চাকরীটা চলে গেছে। আমার পার্টনার আমাকে ছেড়ে গেছে এর কিছু দিন পর। ওয়েষ্টার্ণ অস্ট্রলিয়াতে আমার ভাই থাকে; ও বলল চলে আসতে। ওখানে মাইনিং বুম চলছে। আশা করি চাকরী একটা হয়ে যাবে।
এরই মধ্যে এক ক্রেতা হাজির। সে ফ্রেমে বাধানো একটি মূর্তি নেবে। জিগ্যেশ করলঃ
এ বুদ্ধার মূর্তির দাম কত?
একটু ভেবে দেখতে হবে, অনেক দাম দিয়ে কিনেছিলাম তো!

আমি দেখে ক্রেতাকে বললাম, এটা বুদ্ধা নয়। এটা হিন্দু গড শিবা; দেখছনা ওর মাথায় জটা আর গলায় নাগ-নাগিনী দোল খাচ্ছে।
তা ই নাকি! যা ই হোক এটা আমি আমার স্ত্রীকে গিফট দেব। ও বুদ্ধার ভক্ত হোলেও, আশা করি পছন্দ হবে, মূর্তিটি বেশ ইন্টারেস্টিং।
শেরী বলল, এটা যে হিন্দু গডের আইডল তাত জানতাম না। আমি এটাকে একটা আর্টিফেক্ট হিসেবে জেনে এসেছি এতদিন।
যাহোক আমি আমার জিনিস বগলদাবা করে ফিরে এলাম।

তারপর বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। এক সকালে আরেক মুভ আউট গ্যারাজ সেলে ঢুকে পড়েছি অভ্যাস বশতঃ। ঘুরে ঘুরে দেখছি। বাড়ীওয়ালা ও বাড়ীওয়ালীর সাথে কথা হোল। এরা দুজনে ব্রাজিলে মুভ আউট করছে। বাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ, বাড়ীওয়ালী অপেক্ষাকৃত তরুনী, ব্রাজিলিয়ান। দুজনেই খুব একসাইটেড ব্রাজিলে মুভ আউট করা নিয়ে। আমার সামনেই তরুনী স্ত্রী বৃদ্ধের বুকে ঢলে পড়ল। এরা ক্রেতাদের জন্য গরম কেক আর কাসাভার তৈরী কুকিস সাজিয়ে রেখেছিল। একটা খাওয়ার পর ভীষন মজা লেগে গেল। আমার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আরও কয়েক পিস কেক আর কুকি খেলাম। আমার দিনটা চমৎকার শুরু হোল। একটা ব্লেন্ডার কিনলাম পাঁচ ডলার দিয়ে। হিসেব করে দেখলাম আমার দশ ডলারের কেক-কুকি খাওয়া হয়ে গেছে। ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি, দেখি শেরী গ্যারাজ সেলে ঢুকে পড়েছে। আমি জিগ্যেস করলামঃ
তুমি ওয়েষ্টার্ণ অস্ট্রলিয়া কবে যাচ্ছ?
আপাততঃ যাচ্ছিনে
কেন?
আমার বয়ফ্রেন্ড আবার ফিরে এসেছে, অনেক করে আমাকে ধরেছে এখানেই থেকে যেতে। আমিও ভাবছি, এখানে একটা কিছু জুটিয়ে নেব। আমার একটা কফি টেবিল ও বারবিকিউ মেশিন লাগবে। জনের আবার প্রতি উইক-এন্ডে বারবিকিউ না খেলে হয়না।
তোমাদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল। আশা করি তোমাকে খুব শীঘ্র গ্যারাজ সেল দিতে হবেনা।
মুচকি হেসে শেরী বললঃ
না না কি বলছ।
আমার মনে হোল ওর ঠোঁটের কোনে একটু করুন হাসি লুকিয়ে ছিল। আমার ভূলও হোতে পারে।